JAN. 1 3 2001

দৈনিক সংবাদ

অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ

বিদেশী শিক্ষার্থীদের অর্থের বিনিময়ে বেশি নম্বর দেয়া হচ্ছে

অস্ট্রেলিয়ায় এশিয়ানদের প্রতি বিরূপ মনোভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এবং শিক্ষাখাতে প্রাপ্ত আয় আশংকাজনক হারে কমে যাবে বলে দেশটির বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তারা আশংকা করছেন। অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষস্থানীয় কিছু বিশ্ববিদ্যালয় মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে বিদেশী শিক্ষার্থীদের ভালো নম্বর দিয়ে থাকে বলে অভিযোগ উঠায় এ আশংকা দেখা দিয়েছে। এপি।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধান বিরোধীদল এবং কয়েকজন শিক্ষাবিদ চলতি সপ্তাহে অভিযোগ করেন, পুরো বেতন দিয়ে পড়াশোনা করে এমন শিক্ষার্থীরা ভালো গ্রেড পাওয়ার আশায় অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষস্থানীয় কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়কে মোটা অংকের অর্থ দিয়েছে।

অভিযোগে আরো বলা হয়, সাধারণ শিক্ষার্থীদের চেয়ে বেশি বেতন দেয় বলে ইংরেজি ভাষায় একেবারেই কাঁচা এমন বিদেশী শিক্ষার্থীকেও অনেক বিশ্ববিদ্যালয় পাস নম্বর দিয়ে দেয়।

বিদেশী শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত বেতন অস্ট্রেলীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আয়ের প্রধান উৎস। এর পাশাপাশি সরকারি অনুদান কমে যাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিদেশী শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

অস্ট্রেলিয়ায় ১ লাখ ৫৮ হাজারের মতো বিদেশী শিক্ষার্থী রয়েছে। এরা বছরে গড়ে ১০ হাজার ২শ ৫৭ অস্ট্রেলীয় ডলার (৫ হাজার ৮শ ৪১ মার্কিন ডলার) বেতন দেয়। অন্যদিকে, একজন অস্ট্রেলীয় শিক্ষার্থী বেতন হিসেবে বছরে গড়ে চার হাজার ৩শ ৬০ অস্ট্রেলীয় ডলার দিয়ে থাকে।

অস্ট্রেলিয়ায় বিদেশী শিক্ষার্থীদের বেশির ভাগই এসেছে এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, মালয়েশিয়া, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশ থেকে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রধানদের আশংকা, ১৯৯৮ সালে এশীয়দের বিরুদ্ধে যে ধরনের মনোভাব দেখা দিয়েছিল সম্প্রতি বিদেশী শিক্ষার্থীদের বিশেষ সুবিধা দেয়ার যে অভিযোগ উঠেছে তার ফলে অনুরূপ ধারণা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে।

১৯৯৮ সালে পলিন হ্যানসনের নেতৃত্বাধীন দক্ষিণপন্থী ওয়ান নেশন পার্টির উত্থান ঘটে। দলটি প্রাদেশিক ও জাতীয় নির্বাচনে এশীয় অভিবাসন এবং অস্ট্রেলিয়ার বৈদেশিক সাহায্য প্রদানের নীতির বিরোধী এবং জাতিসংঘে অস্ট্রেলিয়ার সদস্যপদ লাভের পক্ষে প্রচারাভিযান চালায়।